ভোরের কাগজ

190

তারিখ ... ... MAR 14 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এসএসসি ও এইচএসসির পরীক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা প্রণীত

প্রধান পরীক্ষকের ২০ বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

মানস ঘোষ : এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পদবি এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান পরীক্ষকের কমপক্ষে ২০ বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। চলতি বছর থেকে এ নীতিমালা চালু হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য বোর্ডগুলো এ বছর থেকে নতুন নিয়ম চালু করতে আপত্তি জানিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা এবং পরীক্ষক নিয়োগে তদ্বির ঠেকানোর জন্য প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্ট এই নিয়মাবলী তৈরি করা হয়েছে।

তবে ভিন্ন একটি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য বোর্ড এ বছর থেকেই নতুন নিয়মে পরীক্ষক নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে বলেছে, এতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো কোনো বোর্ড নিয়মটি চালু করতে সম্মতি জানিয়েছে।

বোর্ডগুলো এবার থেকে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫০ নম্বর, অভিজ্ঞতা ৩০ নম্বর এবং বর্তমান পদবি ৩০ নম্বর এই মোট ১১০ নম্বরের উপর মেধাক্রম তৈরি করে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক নিয়োগ করবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তঃবোর্ডের এক সভায় বোর্ডগুলো আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ বছরের নিচে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো শিক্ষকের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী একাধিক নামে ২ বছর একজন প্রধান পরীক্ষক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। ২ বছর বিরতির পর তিনি প্রধান পরীক্ষকের জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। বোর্ডগুলো আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধান পরীক্ষকের অবস্থান ন্যূনতম থানা সদরে হতে হবে এবং তাকে ফলাফলের দিক দিয়ে ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকতে হবে।

প্রধান পরীক্ষক অথবা পরীক্ষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাঁচটি সার্টিফিকেটে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর ধরে ৫০ নম্বর রাখা হয়েছে। এই পাঁচটি সার্টিফিকেট হলো এসএসসি/দাখিল, এইচএসসি/আলিম, ডিগ্রি/ফাজিল, মাস্টার্স/বিএড/কামিল এবং অতিরিক্ত সনদ : (এমএডপিএইচডি ইত্যাদি)। এই সার্টিফিকেটধারীরা ১ম বিভাগের জন্য ১০ নম্বর, ২য় বিভাগের জন্য ৮ নম্বর এবং ৩য় বিভাগের জন্য ৬ নম্বর পাবেন।

অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর এবং ৩০ বছর বা তদূর্ধ্ব বছরের হলে মোট ৩০ নম্বর দেওয়া হবে। বর্তমান পদবি বিবেচনা করে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক পাবেন ৩০ নম্বর, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ২৫ নম্বর, সহকারী অধ্যাপক, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক ২০ নম্বর এবং প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পাবেন ১৫ নম্বর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পদবি এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরগুলো যোগ করে বোর্ডগুলো শিক্ষকদের মেধাতালিকা তৈরি করবে। সেই তালিকা থেকেই এবার প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করছেন এর ফলে মেধাবী এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকরাই উত্তরপত্র মূল্যায়নের সুযোগ পাবেন।

প্রসঙ্গত, বোর্ডগুলো রীতি অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্কুল-কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এতোদিন নিয়োগ দিয়ে আসছিল। বিভিন্ন সময়ে এই নিয়োগ নিয়ে বোর্ড কর্মকর্তাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। শিক্ষকদের মেধা-যোগ্যতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে। দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে একজন শিক্ষক খাতা দেখছেন কিন্তু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম। আবার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি থাকলেও কোনো কোনো শিক্ষকের অভিজ্ঞতা একেবারেই থাকে না। তাছাড়া তদ্বিরের ফলে বোর্ড কর্মকর্তাদের কখনো এমন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হতো যাদের আসলেই কোনো যোগ্যতা নেই। পরীক্ষক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকায় বিগত বছরগুলোতে তদ্বিরের ব্যাপকতা বেড়ে গিয়েছিল বলে ঢাকা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।